মমতাময়ী
গার্গী ভট্টাচার্য

মমতাময়ী

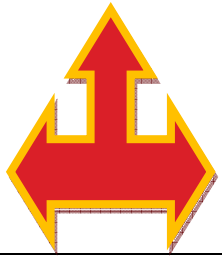

COPYRIGHTED MATERIAL

My life has become a symbol .

In my life the words-- walk,work and wake are all actually guided by various spiritual symbols .

Writer .

Information and Images; Internet, credit goes to them .

ভারতের অ্যাপোলো হাসপাতালের কেচ্ছার কথা কে না জানে ! অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেনা বেচা করা রুগীদের অজান্তে এদের পেশা ও অনেক রাজনৈতিক নেতা এদের সাথে জড়িত ।

এরা মধুমেহ রুগীর কিডনি তাদের অজান্তে বেচে দেয় । এরপরে অন্যান্য জিনিস খুলে নিয়ে বিক্রি করে দেয় । অযথা ক্যান্সারে রেডিয়েশান ও কিমো দিয়ে দেয় যেখানে জানে যে রুগীর এতে লাভতো হবেই না বরং ক্ষতিই হবে কিন্তু টাকা নেবার জন্য এগুলো করে ।

এরা যেসব রুগীকে সারাতে অক্ষম তারা মারা গেলেও ভর্তি নেয়না যদি কাছাকাছি কোনো হাসপাতাল না থাকে তখন অর্থাৎ এমার্জেন্সি হয় সেই সময় এর জন্য । এমন অর্থপিশাচ এই অ্যাপোলো হাসপাতাল । তাই এখন শনিদেব এদের ধরবে , ডাইরেক্ট রশ্মির কবলে পড়ে এদের সর্বস্ব যাবে । বারংবার রেস্টোর করার চেষ্টা করেও ফেল করে এরা

হতাশ হবে ও পরে অন্য এক হাসপাতাল এদের ব্যবসা কিনে নেবে ও অনেক বড় ব্যবসা করে ভারতের মানুষকে স্বস্তি দেবে ।

এদের এক নারী, উপাসনা অভিনেতা রামকে ফাঁসায় তুকতাক করে ও তাঁর জীবনকে নরক বানিয়ে ছেড়েছে । এই মহিলা অত্যন্ত ধান্দাবাজ ও চতুর তাই শনিদেব এর কর্মফল একে দিয়ে দেবেন এবার ও রাম শান্তি পাবে ।

অ্যাপোলো হাসপাতাল থেকে শিশু চুরিও হয় । অনেক মায়ের স্বপ্ন কেড়ে নেয় এরা ।

লেখক চেতন ভগৎ তুকতাক করে সাফল্য পায় । কর্ণপিশাচিনী সাধনা করে ক্যারিয়ারে জয়লাভ করে কিন্তু এখন এই পিশাচিনী ওনাকে বিরক্ত করে মারছে । ওনার বৌয়ের থেকে ওনাকে দূরে করে দিয়েছে এবং সংসারে শান্তি নেই প্রায় । এখন আর এস এস চিফ- মোহন ভগবৎ চেতন ভগৎ এর সাথে শয়তানি শুরু করেছে এবং তাকে নারকোটিক স্ক্যামে ফাঁসানোর তালে আছে । তবে

পুরোটাই করছে ঐ পিশাচ এনার্জি । ওরা চেতনের পিছু ধাওয়া করছে ।

গাঢ় এক কালো ছায়া চেতনের সংসার , সন্তান , স্ত্রী , বংশের ওপরে গভীর রেখাপাত করে আছে । তাঁর সম্মান , স্বস্তি, অর্থ, প্রাণ- সমস্ত কেড়ে নেবার ফন্দি আঁটছে ।তাই ওনাকে খুব শীঘ্রই মহাকালেশ্বরের তীর্থস্থানে যাবার কথা বলা হচ্ছে । ওখানে অনেক অঘোরি বাবারা আছেন যাঁরা ওনাকে সাহায্য করতে সক্ষম । কালা জাদু করার এই হল সমস্যা । ওরা দিতে পারে আবার নিয়ে নিতেও পারে ।

বুদ্ধ পুর্ণিমার পরে জেফ্ বেজোজ আর অমর্ত্য সেনের বিচার হবে । এগুলি মহাকাশের ঘূর্ণনের সাথে যুক্ত ।

ক্যালেন্ডার ডেটের সাথে নয় ।

কাশেম সোলেইমানির ভাগ্নী বা পাতানো মেয়ে নার্গিসের মাতাশ্রী যে নিজের মেয়েদের ভাড়া খাটায় সে আমাকে লো মিডিল ক্লাস থেকে

আসা মেয়ে বলে ব্যক্ত করেছে কিন্তু তার বাড়ি চিত্র দেখে আমার মনে হয়েছে (কাশেম মারা গিয়েছে তখন আয়াতোল্লা তার বাসায় গেছে খবরের কাগজে বার হয় সেই চিত্র আরকি !)

যে কোনো ওল্ড শ্যাটার্ড মিউজিয়াম দেখছি । কোনো মসজিদের ছবি । হাজার গন্ডা ঐসব আরবি ফার্সিতে লেখা তথ্য ঝোলানো দেওয়ালে যেমন মুসলিম রিলিজিয়াস স্থানে থাকে আর বোরখা ও আলখাল্লা পরা লোক বসে ঘরে আর মনে হল যেন আর দুই-তিন পা গেলেই তুতেনখামেনের মমির হদিস্ পেয়ে যাবো আমি সেখানে । এই মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যযুগীয় বাড়ির রমণী যে নিজের মেয়েদের ভাড়া খাটায় তার সংস্কৃতি ও রুচির বাহার দেখে বুঝি ধরণীও দ্বিধা যায় !

তবে আমি কিন্তু একটা সময় অরুণাচলের গুহাতে গিয়ে থাকার কথা ভেবেছিলাম । তখন মহর্ষি আমাকে বলেন যে ওখানে গিয়ে তুই খবই কি ? তার চেয়ে ঘরেই থাক ।

আমি মন্ত্রযোগী ছিলাম তাই সংসারী হয়েও সমস্যা হয়নি। ভগবান সংসার ত্যাগের পক্ষে নন। তাঁর পথ হল সাধনা করা। কারণ সংসার ত্যাগ করেও লোকে ভোগী হতে পারে আবার সংসারে থেকে লোকে ত্যাগী হতে পারে।

এই যেমন ডেভিড গডম্যান। সারাটা জীবন থিরুভন্নামালাইতে আছে। মহর্ষিকে নিয়ে বই লিখেছে। আশ্রমের কাছে থেকেছে। কিন্তু মেয়েমানুষ ও ড্রাগ্‌স্ করে।মিনি রজনীশ। এখন লক্ষ্মণ স্বামী ও সারদাম্মা নামক দুটি অপোগন্ডর সাহায্য নিয়ে যারা তন্ত্রমন্ত্র করে; রমণ আশ্রমের দখল নিতে চায়। তাদের স্যাঙাৎ হল হেনরি নামক আরেক শয়তান যাকে ইস্কন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো।

কথায় বলে তিন ধরণের লোক হয়। ভোগী, রোগী আর ত্যাগী। এরা হল ভোগী আর রোগী অথচ সেজে থাকে ত্যাগী হয়ে।

রোগী কারণ ভগবানের দুয়ারে এসে নষ্টামি করছে যা একজাতের মানসিক অসুখ বলেই আমি মনে করি ।

যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী ছিলেন সংসারী । পাপাজী ছিলেন সংসারী । ঠাকুর রামকৃষ্ণ পর্যন্ত সংসার করেছেন কাজেই সাধনা করাটা বেশি দরকার । বনেবাদারে ঘোরাটা নয় ।

এই ডেভিড ও লক্ষ্মণ স্বামী এখন রমণ আশ্রমের কারেন্ট প্রেসিডেন্টকে সেক্স স্ক্যামে ফাঁসানোর মতলব করছে যাতে তাঁকে সরিয়ে নিজেরা আশ্রম দখল করে বসতে পারে ।

এগুলি সবই বাণ মেরে করা হচ্ছে ।

অথচ আইন অনুসারে একমাত্র মহর্ষির বংশ ধরেরা এই আশ্রম চালাতে সক্ষম ।

এই ডেভিডের মুখোশ খুলে দেওয়া হোক্ আর একে থিরুভান্নামালাই থেকে বিতাড়িত করা হোক্ । নারীসঙ্গ লোভী এই মন্সতার আমাকে ভয় দেখাচ্ছে যে আমাকে এক্সপোজ

করে দেবে যে আমি নাকি ডার্ক ম্যাজিক করে এসব লিখছি। মহর্ষি আমার গুরু নন।

ডেভিডের লেখায় প্রচুর ভুলভ্রান্তি থাকে কারণ সে ট্রুলি আধ্যাত্মিক লোক নয়। পুঁথি পড়া বিদ্যা যাকে বলে। সে পাপাজীকে সন্দেহ করেছে ও নিচে নামিয়েছে। পাপাজী একজন মোক্ষপ্রাপ্ত সন্ত। আর মহর্ষির টিচিংস্ নিয়েও অনেক জিনিস লিখেছে যা সত্য নয়।

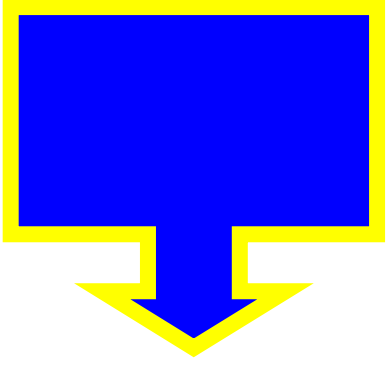

এরোস্মিথ এর গানের রেকর্ড এর বিক্রি অনেক বেড়ে যাবে ও উনি লেজেন্ডে পরিণত হবেন।

ডার্ক ম্যাজিকের যিনি দেবী অর্থাৎ নরসিংহী বা প্রত্যঙ্গিরা , উনি এবার শ্রিঙ্ক করে যাবেন ।

মানে উইচক্রাফট্ এর এনার্জি উনি কন্ট্রোল করেন । মা কালী নন । এবার উনি আর এসব হতে দেবেন না মহাজগতে । কাজেই তুকতাক আর চলবে না । বাণ মারা ও মানুষ/পশুপাখির ক্ষতি করা এই জিনিস জগতে আর চলবে না । যেই শক্তির ওপরে ভিত্তি করে দুরাআরা এগুলি করে কসমসের সেই শক্তিকে ভগবান শ্রিঙ্ক করিয়ে দেবেন আর সেখানে মহাশূন্যতা হয়ে যাবে কাজেই এনার্জিগুনো আর বম্বার্ড করা সম্ভব হবেনা ।

পিওর ফিজিক্স হাহ্ ?

ইয়াহ্ ওর না ?

রুদ্র অবতার ভবঃ তাঁর রুদ্রানী অম্বাকে অনুমতি দেন এইসব শয়তানের সাথে শক্তি এনট্যাঙ্গেল করতে তাই সু নয় কু তপস্বিনী বা তপা এবং তার মাতাশ্রী ও জাগ্নি এরা অম্বাকে এত হ্যারাস্ করতে সক্ষম হল কারণ এতে অম্বার মোক্ষ হয়ে গেলো ও তাতে ভবঃ ও তাঁর দুই সন্তানেরও মোক্ষ হয়ে যাবে এবং তাঁদের অ্যান্সেস্টর ও অন্যান্য দেবদেবীদের ও মহাজগতের মঙ্গল হবে নাহলে দেবী অম্বাকে কেউ এত হ্যারাস্ করতে সক্ষম হতোনা ।

এটা বলার এই উদ্দেশ্য যে হাই এনার্জিদের কেউ চাইলেই বিরক্ত করতে পারেনা । ওটা আদার ওয়ে রাউন্ড । রুদ্র অবতার ভবঃ-ই প্ল্যান করেছিলেন তাই এসব হয়েছে নচেৎ সেগুড়ে বালি রে শয়তানি !

দে কোথায় দিবি এবার অঞ্জলি এখন দেবতারাও নেবেনা তোর পুষ্পডালি !!!

সমাপ্ত